মূল শব্দাবলীঃ
উদ্বুদ্ধকরণ (তারঘিব)
নিবৃতকরণ তারহিব)
ভারসাম্য রক্ষা

Majlis Ugama Islam Singapura

Khutbah Jumaat

25 April 2025 / 26 Syawal 1446H

তারঘিব বা উদ্বুদ্ধকরণ এবং তারহিব বা নিবৃতকরণ পন্থার মধ্য দিয়ে পথ নির্দেশনা দেয়া

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَٱلشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَٱمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ رِضْوَانِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া দৃঢ় করি। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণা ও ভালবাসার সন্ধান করি এবং তাঁর রোষানল থেকে আমরা সতর্ক থাকি। আর এইভাবে আমরা যেন এমন মানুষে পরিণত হতে পারি যারা নিরন্তর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভালবাসা পাওয়ার সন্ধান করে এবং যারা কখনই তাঁর করুণালাভে হতাশ হন না। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ভাইয়েরা আমার,

সুরা আল মাঈদার ৯৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٩٨

অর্থঃ তোমরা জেনে রেখো যে আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা প্রশ্ন করতে পারেঃ কিভাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একই সঙ্গে পরম দয়ালু ও শাস্তি প্রদানে এত কঠোর হতে পারেন? এই দুইটি গুণ কি পারস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক নয়?

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

এই যে এই আয়াত আয়াত এখানে পড়া হলো এখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা এবং শাস্তির কথা একইসঙ্গে উল্লেখিত আছে। আর সেটা তাঁর আসমা বা নামসমূহের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলির চুড়ান্ত উৎকর্ষতার সাক্ষী। তাদাব্বুর বা প্রতিনিয়ত নিজের প্রতিফলনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা দেখতে পারি যে, মানুষ কিভাবে তার অন্তরকে এমন এক অভিমুখে লালন করতে থাকে যা নানাবিধ ধর্মীয় কাজে উদ্বুদ্ধকরণ (তারঘিব) ও কোন কোন কাজে নিবৃতকরণের (তারঘিব) মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।

জুম্মায় আগত প্রিয় সুধী,

পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় অসংখ্যবার মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা পাওয়ার জন্য উল্লেখ করা আছে।। সেগুলি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, তাঁর ক্ষমা ও সহানুভূতির বিশালতা কতটা অসীম। এটা আমাদেরকে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অবিচল থাকতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

একইভাবে, পবিত্র কোরআনে যারা কোনরকম অনুশোচনা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে তাদেরকে সেসব কাজ থেকে বিরত থাকার কড়া নির্দেশ দেয়া আছে। আর এই পন্থাটি আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরো সজাগ করে দেয় যাতে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সীমা লঙ্ঘন না করি যে সীমারেখা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে এঁকে দিয়েছেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবৃতকরণ পন্থাটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত কেন? কেন এই দুইটিই আমাদের মধ্যে থাকতে হবে এবং কেবল এর একটিই কেন যথেষ্ট নয়?

ভেবে দেখুন সেইসব বাবা-মা'র কথা যাঁরা তাঁদের সন্তানকে ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য বড় করার চেষ্টা করেন। তাঁরা যদি কোনরকম নির্দেশনা বা সতর্কীকরণ ছাড়া ছেলেমেয়েদের খেয়ালখুশীমত চলতে দিতেন তাহলে তাঁদের সন্তান একজন উন্নত চরিত্রের ও সুনীতিসম্পন্ন আচরণের মানুষ হতে পারত না।

অন্যদিকে, সন্তানদের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে বাবা-মা যদি অত্যন্ত কঠোর হতেন, শুধু মাত্র তাদেরকে অনুপ্রেরণামূলক বা উন্নত আচরণ আহরণে উদ্বুদ্ধকরণের কথা না বলে শুধু সতর্কতামূলক নির্দেশ এবং হুমকি প্রদান করতে থাকেন, তবে সম্ভবতঃ এটা তাঁদের সন্তানদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারে।

মানুষ প্রজাতির অন্তর এমনই সেখানে নিরন্তর চলে- উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবৃতকরণ। উদ্বুদ্ধকরণ বাণী যদি নিবৃতকরণ বা সতর্কীকরণ বাণীর সঙ্গে পাশাপাশি না আসে তবে তা মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করায় ব্যর্থ

হতে পারে। এমনকি তা অনেকসময়ে মানুষকে বিপথে পরিচালনা করে একটি ভ্রান্ত অনুমান থেকে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা সহজেই লাভ করা যায় এমনকি তার জন্য কোনরকম চেষ্টা ছাড়াই।

অন্যদিকে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার আনুগত্য লাভে কোনরকম উৎসাহ এবং উদ্বুদ্ধকরণ ছাড়াই সর্বক্ষণ সবকাজে কঠিন সতর্কীকরণ এবং নিবৃতিকরণ পন্থা অনুসরণ পরিণামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা লাভে হতাশ করবে, এবং এই হতাশা থেকে তারা ভুল করবে হোক সেই ভুল ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত।

ইসলামের এই ভারসাম্যরক্ষাকারী বৈশিষ্টের দিকে দেখলে আমরা দেখতে পারব যে সেখানে মানুষের প্রচেষ্টা ও দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মানুষ যখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমালাভের আকাঙ্ক্ষা করে তখন সেগুলির জন্য তাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হয়। এখন, যাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল নির্দেশ মেনে চলতে চেষ্টা করেন বা যাঁরা তাঁর সীমা অতিক্রম করে যায় তখন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কাজের ফলাফলের দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা মেনে নিতে হবে।

এই উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবৃতিকরণ সম্পর্কে আমাদের নবী করিম (সঃ) এর কথা একটি হাদীসে উল্লেখিত আছেঃ যার অর্থ হলো,

"যদি একজন অবিশ্বাসী মানুষ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা সম্পর্কে অবহিত হতেন, তবে তিনি নিশ্চিন্তে বেহেশতে যাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হতেন না। এবং একজন বিশ্বাসী যদি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শাস্তি প্রদান সম্পর্কে জানতেন, তবে তিনি কখনই দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতেন না। (আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী প্রিয় ভাইয়েরা,

কিভাবে এই উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবৃতকরণ পন্থাটি আমাদেরকে আরো উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করে?

প্রথমতঃ উদ্বুদ্ধকরণের ধারণাটি আমাদেরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে প্রেরণা যোগায়

একজন বিশ্বাসী যখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুরস্কার সম্পর্কে অনুধাবন করেন তখন তিনি ভাল কাজে আরো বেশী উদ্বুদ্ধ হবেন।। তিনি তখন তাঁর পরিবারের প্রতি আরো মনোযোগী হন, তাদেরকে আরো ভাল করে লালন পালন করেন, সেখানে তাঁর সকল কাজ সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করেন, এবং সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে তিনি ইবাদত করেন এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং যদি কোথাও কোন ভুল হয় তবে তিনি দ্রুত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এইসব কাজগুলি তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট থেকে প্রগাঢ় সন্তুষ্টি ও গভীর ভালবাসা পাওয়ার প্রত্যাশা থেকে করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ নিবৃতকরণের ধারণাটি আমাদেরকে বিপথগামী হওয়া থেকে সতর্ক থাকার শিক্ষা দেয়

একজন বিশ্বাসী যিনি তাঁর পাপ করার ফল সম্পর্কে সজাগ, তিনি ভবিষ্যতে আর পাপ কাজ করবেন না। তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর ইবাদত করা বন্ধ করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে রুঢ় হন না বা কারো প্রতি অন্যায়ভাবে নিপীড়নমূলক আচরণ করেন না। তিনি বোঝেন যে, যদি কেউ চেষ্টা করেন তবে তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমা লাভ করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ বৃহত্তর মঙ্গল অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবৃতকরণের মধ্যে ভারসাম্য রাখা

আত্ম-উন্নতির লক্ষ্যে নিজের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব বা নিজের সম্প্রদায়কে উপদেশ দেয়ার সময় একজন বিশ্বাসীকে অবশ্যই তারঘিব ও তারহিব-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে যা আমরা পূর্বে

আলোচনা করেছি। এই ভারসাম্যের অর্থ এই না যে সবার ক্ষেত্রে এই পন্থা প্রয়োগ করতে হবে। বরং, এর অর্থ হলো প্রতিটি মানুষের বা একটি নির্দিষ্ট দলের নিকট এই উদ্বুদ্ধকরণ বা সতর্কীকরণ এমনভাবে নিতে হবে যা সেই ব্যাক্তির বা দলের অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্য উপযুক্ত হবে।

সব শেষে, আসুন, আমরা আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য এবং অন্যদেরকে মঙ্গলকাজে পথ নির্দেশ করতে এবং খারাপ কাজ করা থেকে দূরে রাখতে একটি ভারসাম্যমূলক পন্থা অবলম্বন করি

উদ্বুদ্ধকরণ, যখন যখন প্রজ্ঞা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয় তখন সেই উদ্বুদ্ধকরণের শক্তি একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জোগায়। একই সঙ্গে নিবৃতকরণ যখন সহানুভূতি ও দয়ার সঙ্গে করা হয়, তখন তা আমাদের ধর্মের প্রয়োজনীয় সীমারেখা টানতে সাহায্য করে।

<u>প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা,</u>

আসুন, আমরা আমাদের প্রার্থনায় অবিচল থাকি যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকল কাজকে নিরন্তর সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা ও তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকা নিশ্চিত করার শক্তি দান করেন। একই সঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা্ যেন আমাদের সকল প্রার্থনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জনের আশা পরিপূর্ণ করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

<u>SECOND KHUTBAH</u>

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.